হিক! জলহস্তী

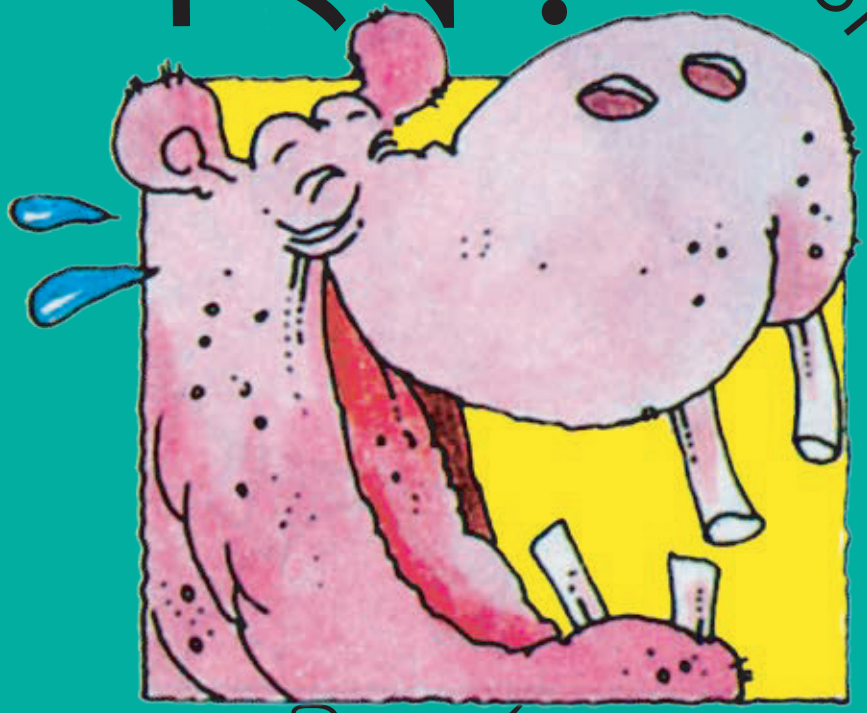

গীতা ধর্মরাজন

অতনু রায়ের শিল্পকর্ম

কথা থেকে প্রকাশিত একটি 300m থিংকবুক

একদিন, ঠিক মাঝ-দুপুরে, গুলমোহরের জঙ্গলের সাদা লিলির পুকুরে মস্ত বড় কিছু একটা পড়ে গিয়েছিল।

ধুপ! ...

ঝপাস! ...

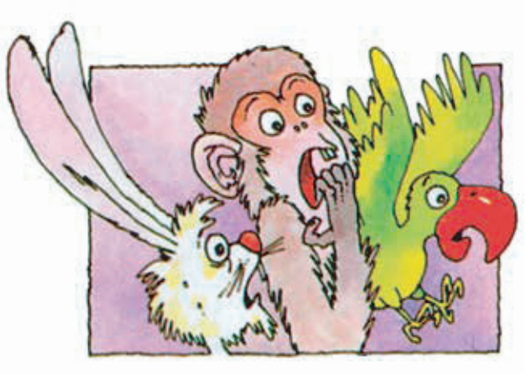

মুয়াল খরগোশ, হনু বানর,
পোপট তোতা চিৎকার
করছিল ...

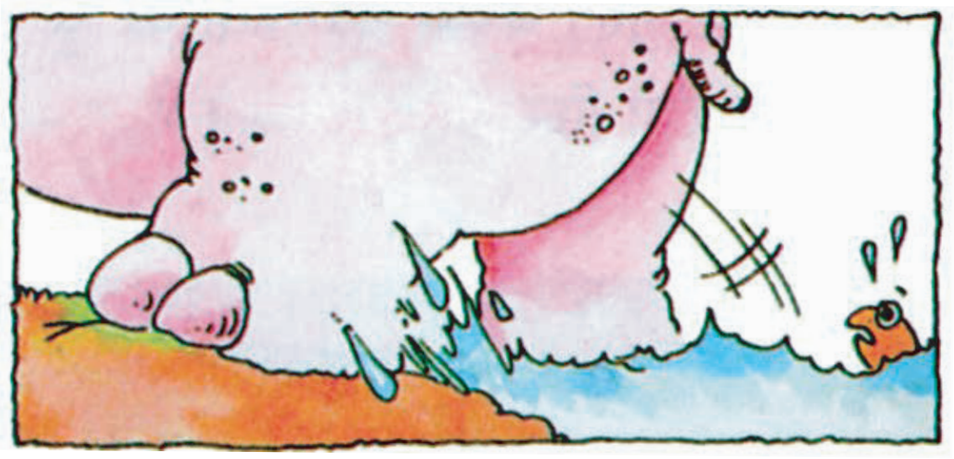

সবাই এত ভয় পেয়েছিল যে কেউ লক্ষ্যই করেনি যে 'জিনিসটা' ধীরে ধীরে জল থেকে উঠে আসছিল। সবচেয়ে আগে দেখতে পেয়েছিল মুয়াল।

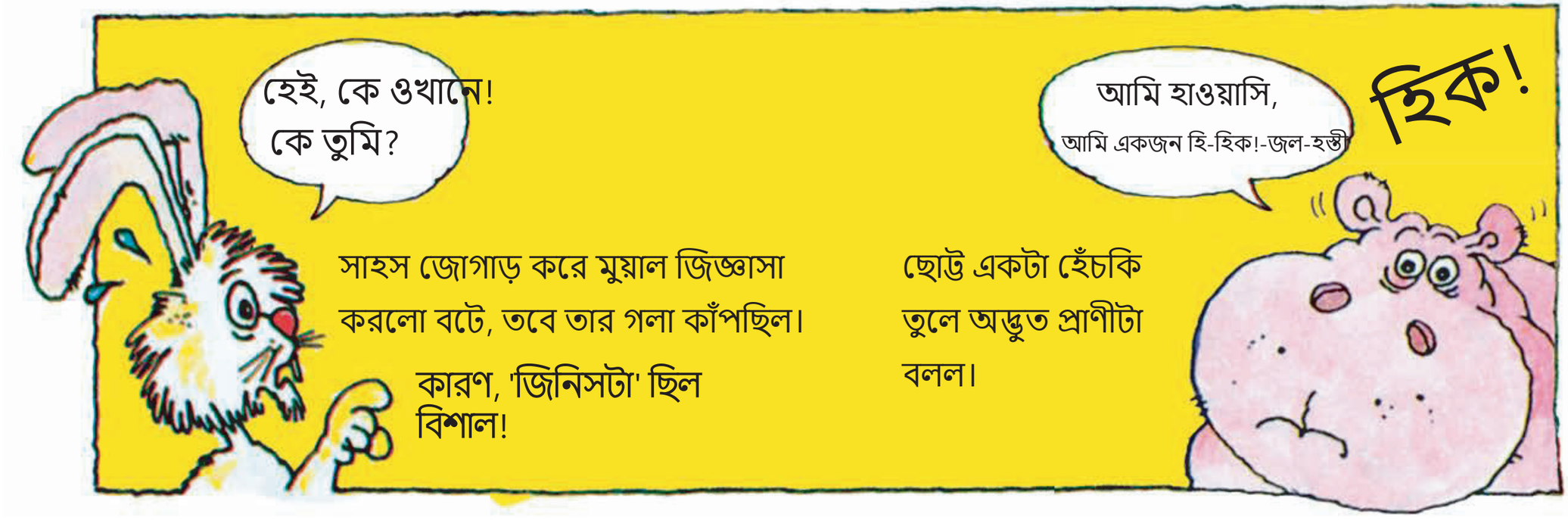

সাহস জোগাড় করে মুয়াল জিজ্ঞাসা করলো বটে, তবে তার গলা কাঁপছিল।

কারণ, 'জিনিসটা' ছিল বিশাল!

ছোট্ট একটা হেঁচকি তুলে অদ্ভুত প্রাণীটা বলল।

রাত্রি প্যাঁচা, এসব নানা আওয়াজে বিশ্রীভাবে যার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল, জিজ্ঞাসা করলো।

হাওয়াসি তক্ষুনি কান্নায় ভেঙে পড়লো। "আমি-হিক-বাড়ি-যেতে...চাই" সে জোর গলায় কাঁদতে কাঁদতে মাটি থেকে এক দু ফুট উপরে তিড়িং লাফ দিয়ে উঠছিল।

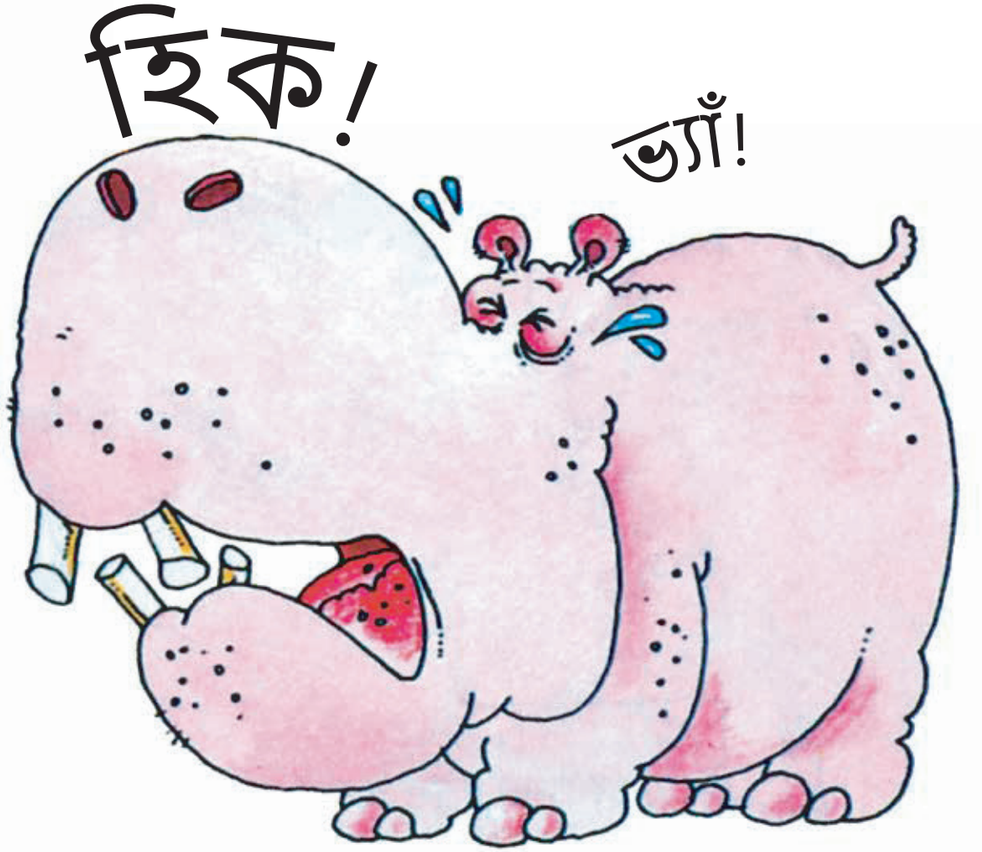

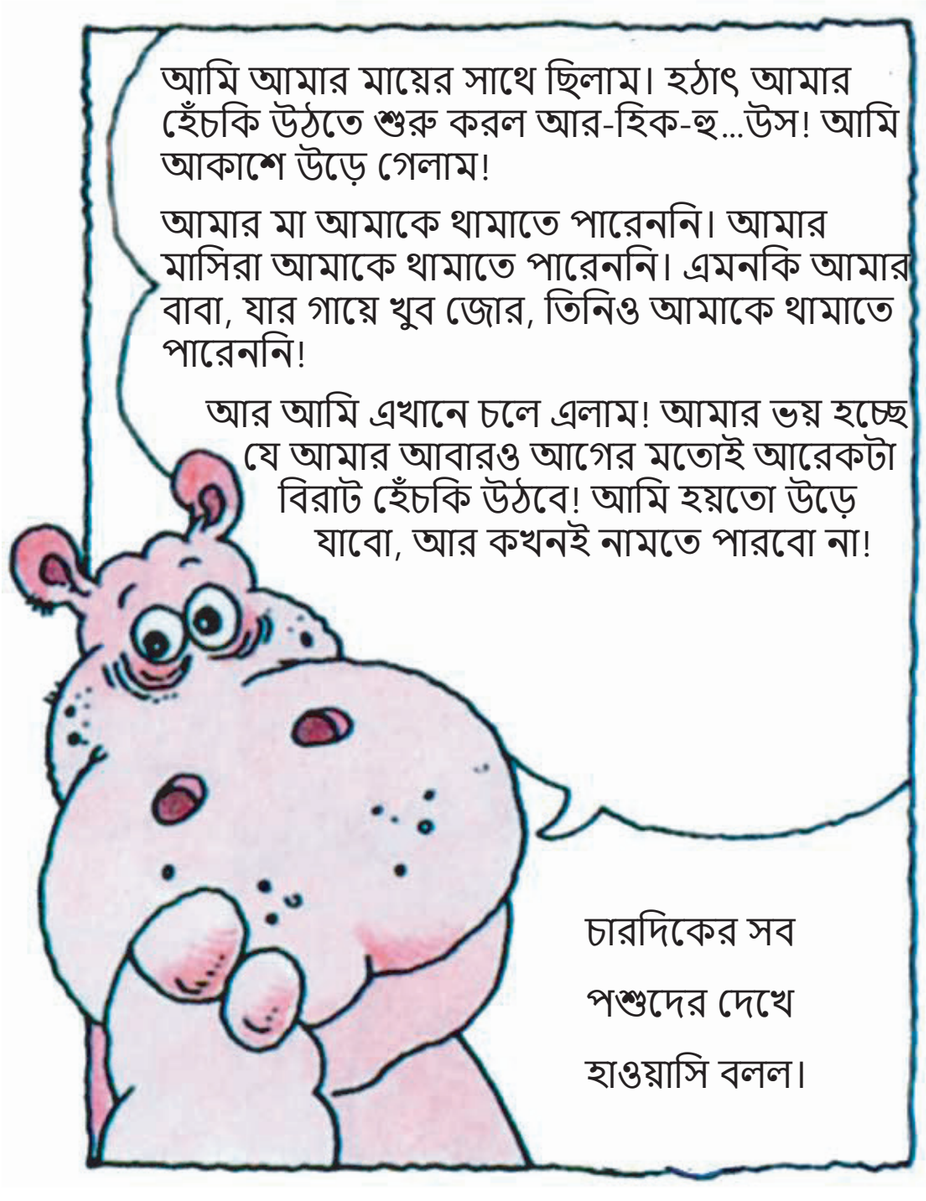

এলা শুঁয়োপোকা জিজ্ঞেস করল।

চারদিকের সব পশুদের দেখে হাওয়াসি বলল।

"তোমার হেঁচকি বন্ধ করতে আমরা তোমাকে সাহায্য করব!" তাকে ভরসা দিয়ে মুয়াল বলে।

"আর আমার বাড়ি ফিরে যাওয়া?" আশা নিয়ে হাওয়াসি জিজ্ঞাসা করলো।

নিশ্চয়ই। আমরা চেষ্টা করবো," হনু বলল।

"আমাদের অন্য বন্ধুদেরও ডেকে আনা যাক! কারোর হয়তো হেঁচকি বন্ধ করার কোনও ভালো উপায় জানা থাকতে পারে!"

কাজেই, মুয়াল গেল হাতিদের, বাঘদের, বাদুড়দের আর মাকড়শাদের ডাকতে। আর সবাইকেও।

তারপরে তারা সবাই চিন্তা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

"জল!" হঠাৎ বুনো শিয়াল বলে উঠল।

"আমরা শিয়ালরা হেঁচকি বন্ধ করতে জল খাই। সব সময় এতেই কাজ হয়!"

"ধন্যবাদ!" হাওয়াসি বলল,
"আমি জল ভালবাসি!"

সে তক্ষুণি সাদা লিলির পুকুরে নেমে গেল ... এবং একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

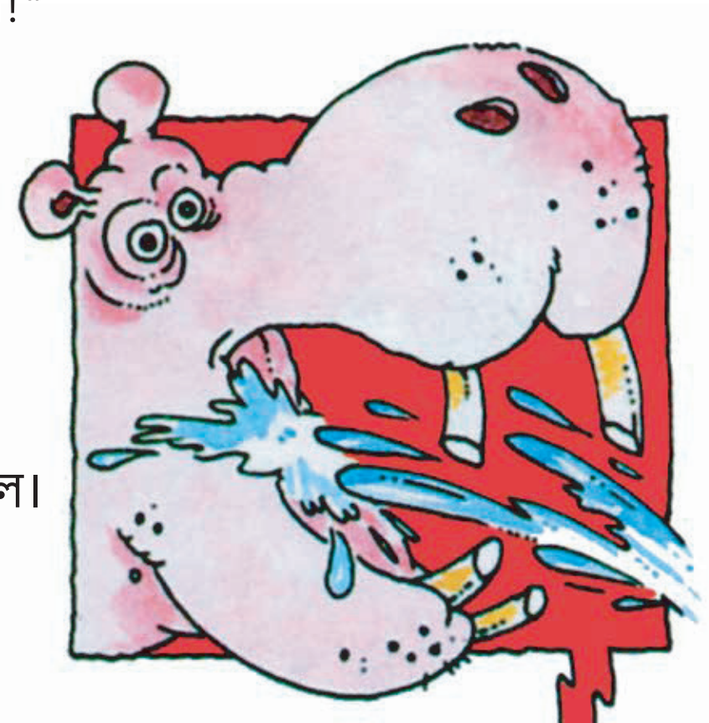

"এই! কী মনে হচ্ছে তোমার, ও ডুবে গেল নাকি?"
অনেকক্ষণ পরেও হাওয়াসিকে উঠে আসতে না
দেখে ঈ হাতি জিজ্ঞাসা করল।

দেখে তো মনে হচ্ছে না যে ও সাঁতার জানে,"
উদ্বিগ্ন স্বরে কা-কা কাক বলল।
ঠিক তক্ষুণি, হাসতে হাসতে হাওয়াসি উঠে এলো

"ঠিক যেন আমার বাড়ির মতো!" খুশিতে গুড়গুড় করে হাওয়াসি বলল। "আমি সব ভুলে গিয়ে, একটু হাঁটতে চলে গেছিলাম! দুঃখিত!
"হাঁটা! জলের নিচে?" অবাক হয়ে ঈ হাতি জিজ্ঞাসা করল।
"জলের তলার মাটির ওপরে হাঁটতে আমার খুব ভাল লাগে," হাওয়াসি বুঝিয়ে বলল। "আমি খুব ভাল সাঁতারও জানি! আমি ডাঙায় তোমাকে দৌড়েও হারিয়ে দিতে পারি আর ..."
যখন হঠাৎ ...

হাওয়াসির হেঁচকি বন্ধ করতে সব পশুরাই সব রকমের চেষ্টা করতে লাগল ...

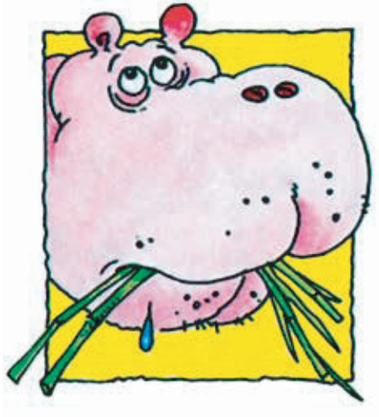

... ওকে চিনি খেতে দিয়ে ...

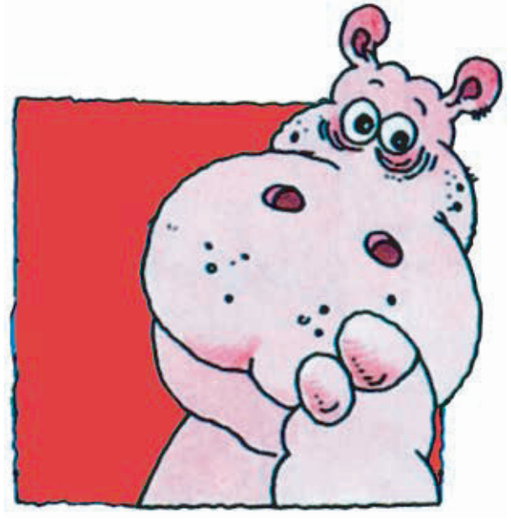

... ওকে দম বন্ধ করে রাখতে বলে ...

... আর ওকে ভয় দেখিয়ে!

কিন্তু হাওয়াসি ছিল বিশাল। ওকে কীভাবে ভয় দেখানো যাবে?

ঠিক তক্ষুণি ...

শোনো! যদি ওর হেঁচকি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে আমরা ওকে বাড়ি পাঠাবো কী করে?

"ওহ না!" তেজস বাঘের কথা শুনে হনু কঁকিয়ে উঠল। "আমরা তো এই কথা ভাবিইনি!"

"আমাদের সত্যি সত্যিই যা দরকার তা হ'ল ওকে মস্ত বড় একটি হেঁচকি তোলানো, যাতে ও বাড়ি পৌঁছাতে পারে, ঠিক যে ভাবে ও এখানে এসেছিল!" পোপট তোতা বলল।

"আমরা ওকে কাতুকুতু দেব!" পিঁপড়েরা বলল।

"আমরা ওকে এমন মজার গল্প বলব যে সেগুলি ওকে সোজা বাড়ি পাঠিয়ে দেবে!" বাঁদররা বলল।

"দারুণ" হাওয়াসি চিৎকার করে বলল, ওর চোখ চকচক করছিল। "মা আমি বাড়ি আসছি!"

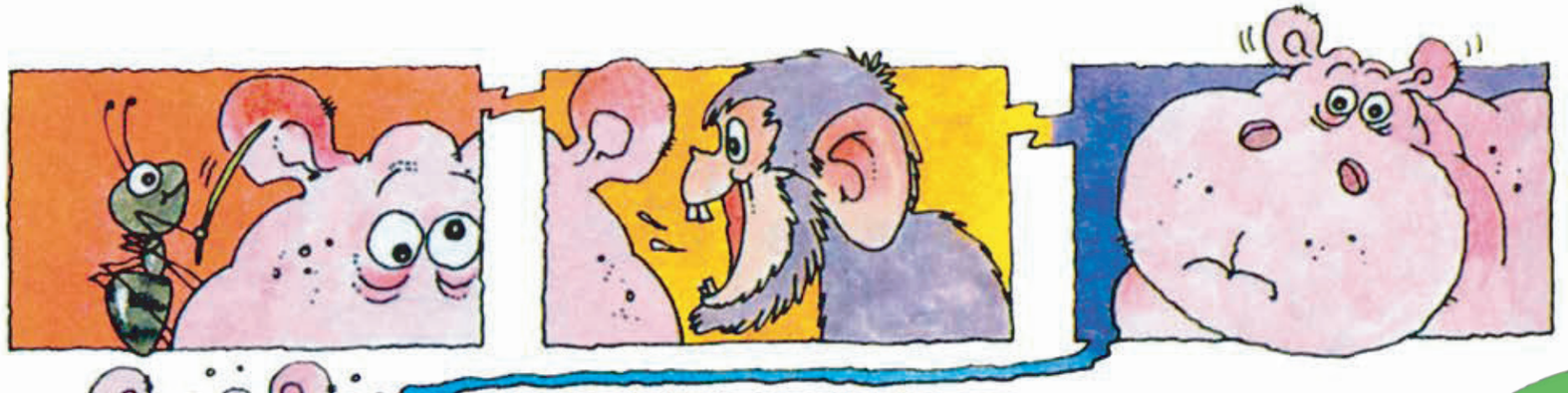

পিঁপড়েরা হাওয়াসিকে সুড়সুড়ি দিতে লাগল।

আর সবাই মিলে চিৎকার করে তাদের জানা সব মজার মজার গল্প আর ধাঁধা বলেছিল।

কোন জিনিস জলহস্তীর মতো বড়, কিন্তু কোনও ওজন নেই?

জলহস্তীর ছায়া!

ব্যাঙরা তাদের টাকাপয়সা কোথায় রাখে?

রিভার ব্যাঙ্কে!

বাঁদর, হাতি, শুঁয়োপোকা আর পাখিরা সবাই খুব জোরে জোরে হেসে গড়িয়ে পড়ছিলো!

সাত ফুট লম্বা গোরিলা কোথায় ঘুমায়?

যেখানে সে চায়, সেখানেই!

সারস এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে কেন?

কারণ সে যদি অন্য পা-টাও উপরে তোলে তাহলে সে পড়ে যাবে!

তাদের মাঝে ছিল হাওয়াসি, সে গর্জন করে হাসছিল। এত মজার মজার কথা সে আগে কখনো শোনেনি!

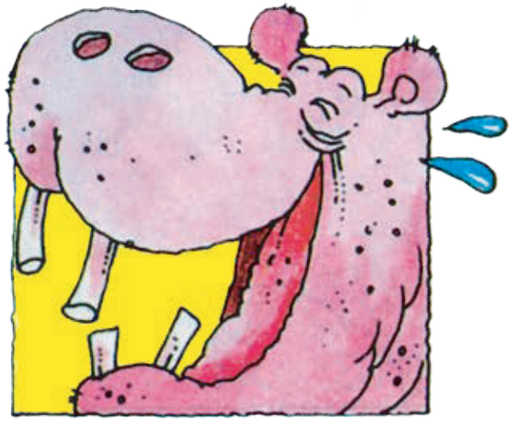

আর একটা পাগলাটে হাতির মজার গল্পের ঠিক মাঝখানে, হাওয়াসি হেঁচকি তুললো! একটি সত্যিই বিশাল, জলহস্তীর আকারের

হিক!

যেভাবে সে এসেছিল, সেইভাবেই বটগাছের উপরে দিয়ে সে উড়ে গেল। আনন্দে উড়তে উড়তে হাওয়াসি আকাশ থেকে চিৎকার করে বলল, "বিদায়, আর ধন্যবাদ!"

"বিদায়, ভাল ভাবে পৌঁছাও!" সব পশুরা চিৎকার করে বিদায় জানাল।

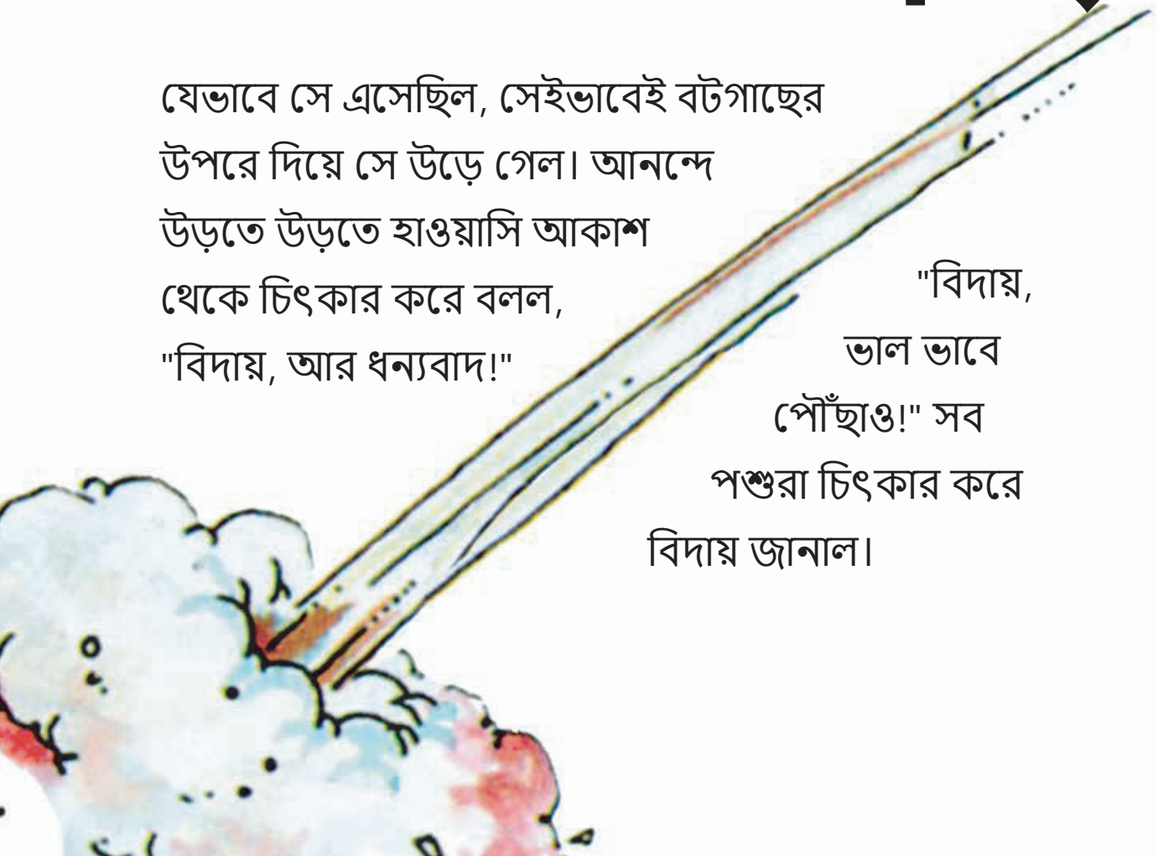

বাড়িতে পৌঁছাল!

আর, ও হ্যাঁ, ভুলে যাওয়ার আগে জানিয়ে রাখি। গতকালই গুলমোহরের জঙ্গলের প্রাণীরা একটা বিশাল চিৎকার শুনেছিল "ধন্যবাদ তোমাদের!" আর সেই চিৎকার এসেছিল আফ্রিকার এমজিমা স্প্রিংস থেকে।

হ্যাঁ, তোমরা ঠিক ধরেছো! সেটা ছিল হাওয়াসি, হেঁচকি তোলা জলহস্তী। যার ইংরাজি নাম হ'ল হিপোপটেমাস।

আন্দাজ কর তো কে?

এর নামের মানে হল 'নদীর ঘোড়া'। এটি একটি শূকরের মত দেখতে।মস্ত বড়, চর্বিওয়ালা আর বিশাল ভারী (তোমার আর তোমার মতো 200 জনেরও বেশি একসাথে করলে এর ওজনের সমান হবে) , কিন্তু এ তোমার চেয়েও তাড়াতাড়ি দৌড়াতে পারে, আর সুন্দর সাঁতারও কাটতে পারে। তুমি কি এর নাম অনুমান করতে পারছ? এ হ'ল

হিপোপটেমাস (জলহস্তী)

অবশ্যই!

জলহস্তীর পিঠের আর পাশের দিকের চামড়া তোমার চার আঙুল একসাথে করলে যেমন হবে তেমন পুরু, এবং তাই সে অন্য কোনও প্রাণীকে ভয় পায় না, হয়তো শুধুমাত্র পূর্ণ বয়স্ক সিংহদের ছাড়া।

জলহস্তীর মুখের হাঁ এত বড় যে তুমি সহজেই এর মধ্যে ঢুকে যেতে পারবে - তুমি অবশ্য কখনও এমন চাইবে না! জলহস্তীরা সাধারণত শান্তিশিষ্ট এবং বন্ধুবৎসল প্রাণী, যদি অবশ্য তুমি তাদের বিরক্ত না করো। কিন্তু রেগে গেলে একটা জলহস্তী তার চোয়াল দিয়ে একটি নৌকাকেও পিষে ফেলতে পারে!

জলহস্তীরা সারা দিন ধরে আফ্রিকার নদীগুলির জলে বিশ্রাম করতে ভালবাসে। কখনও কখনও তারা নদীর তলের মাটিতে হাঁটাচলা করে, বিশাল মুখ দিয়ে আগাছা এবং জলের গাছপালা খায় (জলহস্তীরা নিরামিষাশী)। এক বিশেষ ধরণের চামড়ার পাখা তাদের নাকের ছিদ্র ঢেকে রাখে যাতে তাদের ফুসফুসে জল না ঢুকতে পারে।

জলহস্তীদের সন্তান জলের নিচে জন্মায়। বাচ্চারা হাঁটার আগেই সাঁতার কাটতে পারে! একবারে মাত্র একটা বাচ্চার জন্ম হয়। একটা বাচ্চা জলহস্তী হাঁটতে শেখামাত্র নিজে নিজেই ঘুরে বেড়ানো পছন্দ করে। কিন্তু মা জলহস্তী তাদের বাচ্চাদের আলতো করে গুঁতো দিয়ে ফিরিয়ে আনে। বাচ্চা জলহস্তীরা তাদের মাকে দেখে শেখে — কীভাবে বিপদ থেকে দূরে থাকতে হয়, কীভাবে খাবার খুঁজে নিতে আর মজা করতে হয়!

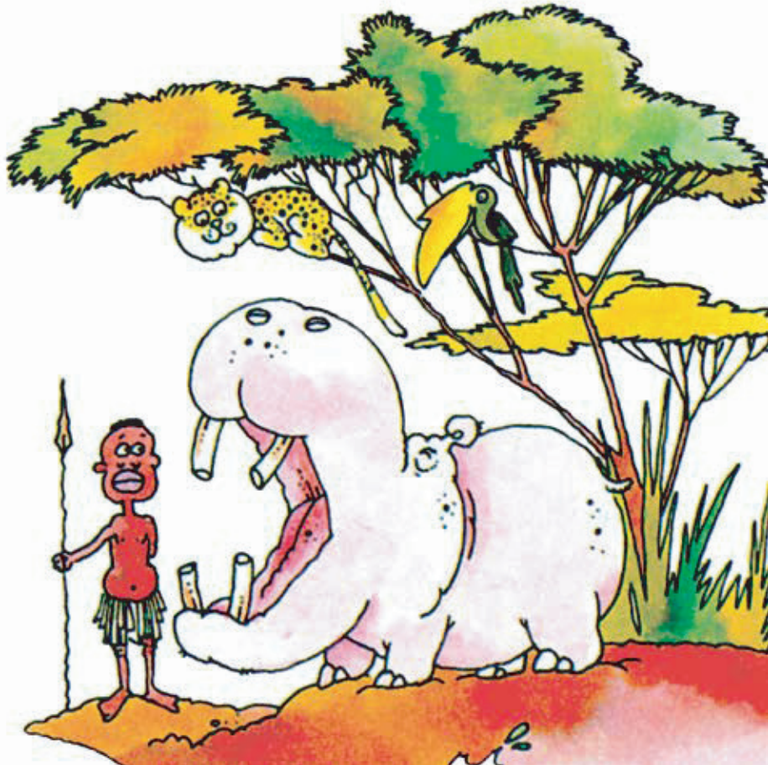

গীতা ধর্মরাজন শিশুদের জন্য গল্প লিখতে ভালবাসেন। তিনি ছিলেন শিশুদের ম্যাগাজিন টার্গেট এবং পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাগাজিন, দ্য পেনসিলভানিয়া গেজেটের অন্যতম সম্পাদক। শিক্ষা ও সাহিত্যে তার বিশেষ অবদানের জন্য তিনি 2012 সালে মর্যাদাপূর্ণ পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

শিশুদের জন্য 100-টিরও বেশি লেখার কৃতিত্ব আছে অতনু রায়ের। তিনি তার সৃজনশীল দক্ষতার অধিকাংশই শিশু সাহিত্যে নিবেদিত করেছেন। গাঢ় রং ও প্রাণবন্ত বিবরণের জন্য রায় তার পাঠকদের হৃদয় ও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অবাক হওয়ার কিছু নেই যে একসময়ের ইন্ডিয়া টুডে-এর রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্রকর রায় বইয়ের ইলাস্ট্রেশনের জন্য চিলড্রেনস চয়েস অ্যাওয়ার্ড এবং ইলাস্ট্রেশনের জন্য আইবিবিওয়াই সার্টিফিকেট অফ অনারের মতো পুরস্কার পেয়েছেন। গুরগাঁওয়ে তার স্টুডিও অবস্থিত।

কথা KATHA

কথা একটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত অলাভজনক সংস্থা (www.katha.org),যা ১৯৮৮ সাল থেকে স্বাক্ষরতা থেকে সাহিত্য পর্যন্ত সব কিছু নিয়েই ধারাবাহিক ভাবে কাজ করে চলেছে। দরিদ্র শিশুদের জন্য প্রকাশনা এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের প্রায় ৩০ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

ভারতের মুকুটে একটি শিক্ষামূলক রত্ন। **- নায়োউকি শিনোহারা, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, আইএমএফ**

বিশ্বের সমস্ত শহরগুলিতে সাধারণ এবং চরম দুর্দশা নিয়ে কর্মরত সমস্ত সৃজনশীল প্রকল্পগুলির একটি দৃষ্টান্ত হল কথা। **- চার্লস ল্যান্ড্রি, দ্যা আর্ট অফ সিটি মেকিং**

"শিশুদের জন্য কথার মনে সত্যিকারের একটি কোমল স্থান রয়েছে। তাই ... শিশুদের জন্য এই জাতীয় চমৎকার বইগুলির সৃষ্টি করে।"
— টাইম আউট

"কথা যে ধারণার ভিত্তিতে কাজ করে তা হল শিশুরা তাদের সমাজে বাস্তব এবং দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন আনতে পারে, যেমন তারা [তাদের বইতে] আনে।"
— পেপারটাইগারস

এই সংস্করণটির প্রথম প্রকাশনা 2021
স্বত্ব © কথা, 1991, 2014, 2021
পাঠ্যস্বত্ব © গীতা ধর্মরাজন
চিত্রস্বত্ব © কথা
এ৩, সর্বোদয় এনক্লেভ, শ্রী অরবিন্দ মার্গ, নয়া দিল্লি 110 017
ফোন: 91-11 4141 6600 . 4141 6610
ই-মেইল: editors@katha.org, ওয়েবসাইট: www.katha.org
ISBN 978-93-82454-65-6

আমাদের উদ্দেশ্য: প্রতিটি শিশু যেন ভালোভাবে এবং আনন্দের জন্য পড়ে!

১৯৮৮ সালে শুরু হওয়া কথা একটি নিবন্ধীকৃত অলাভজনক সংস্থা । আমরা স্বাক্ষরতা থেকে সাহিত্য পর্যন্ত সব কিছু নিয়েই কাজ করি । শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের আনন্দবর্ধনে নিয়োজিত থেকে, আমরা ১,০০,০০০-এরও বেশি দরিদ্র শিশুদের ভালো মানের বই ও সহায়তা দিয়ে গ্রেড-স্তরের পড়াশোনায় নিয়ে আসার জন্য কাজ করি।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত! প্রকাশকের থেকে আগাম লিখিত অনুমতি ব্যতীত এই বইয়ের কোনও অংশই কোনও ভাবে পুনরুৎপাদন অথবা ব্যবহার করা যাবে না।
এই বইগুলির বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত আয়ের ১০% অবহেলিত শিশুদের পড়াশোনা ও আজীবন শিক্ষার কর্মসূচিতে ব্যয় করা হয়।

কথা এই বইগুলি ভালোবাসা আর যত্ন দিয়ে ৫ থেকে ১২ বছর বয়সী বাচ্চাদের জন্য তৈরি করেছে।

সাহিত্য এবং চমৎকার শিল্পকর্মের মাধ্যমে পড়ার আনন্দ নিয়ে আসতে এগুলি হল আমাদের আনটেক্সটবুক উদ্যোগের অংশ।

আপনার সন্তানকে শব্দহীন বই থেকে ১২০০ শব্দের বইয়ে নিয়ে আসুন।

সাহিত্যের ইতিহাসের ৩,৫০০ বছরের গল্প ও কবিতা।

আপনার সন্তানদের সাথে নিয়ে বই পড়ুন।তাদের জগতকে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে তুলুন।

"300 মিলিয়ন সিটিজেনস' চ্যালেঞ্জে যোগ দিন! এমন একটি জগৎ তৈরি করুন যেখানে শিশুরা আনন্দ পাওয়ার এবং জানার জন্য পড়ছে।
যোগদানের জন্য: 300m@katha.org
স্বেচ্ছাসেবার জন্য: volunteer@katha.org"

"আই লাভ রিডিং লাইব্রেরি হল বইয়ের একটি অনন্য সিরিজ, যা নতুন এবং দ্বিধাগ্রস্ত পাঠকদের সাবলীলভাবে পড়তে সহায়তা করে। পাঠের বিভিন্ন স্তরে থাকা শিশুদের শেখার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে উচ্চমানের বিষয়বস্তু এবং নকশার সাহায্যে, এটি ভারত এবং বিশ্বের সেরা সাহিত্যিক সৃষ্টি এবং শিল্পকর্মকে একত্রিত করেছে। আমাদের বইগুলি গীতা ধর্মরাজনের স্টোরিপেডাগজি™ প্রকাশ করে - এটি একটি অনন্য শিক্ষামূলক মডেল, যা বিশেষভাবে প্রথম প্রজন্মের পাঠকদের পড়ার আনন্দকে বাড়িয়ে দেয়, এবং শিশুকে বিগ আইডিয়া এবং টা-ডার আকর্ষণীয় জগতে নিয়ে যায়!
(TA-DAA--ভাবুন, প্রশ্ন করুন, আলোচনা করুন, কাজ করুন এবং অর্জন করুন)।"

কথা-র হলিস্টিক আর্লি লার্নিং (খেল অথবা KHEL) ল্যাব সরকারি, অলাভজনক এবং বেসরকারি স্কুল শিক্ষকদের জন্য বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করে। অনলাইনে চলা এই এফ২এফ (F2F--মুখোমুখি) কর্মশালাগুলি শিক্ষক, বিদ্যালয়ের প্রশাসক এবং স্বেচ্ছাসেবকদের "রিডিং টিচার্স সার্টিফিকেট" প্রদান করে । আরও জানার জন্য আমাদের 300m@katha.org-এ লিখুন

আনন্দ নিতে এবং জানার জন্য পড়ুন

এই সমস্ত আইএলআর বইগুলি

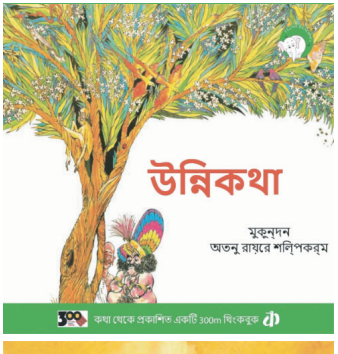

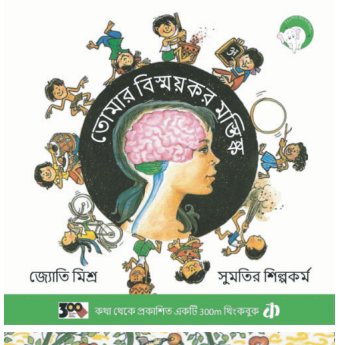

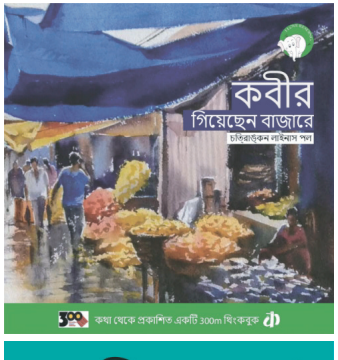

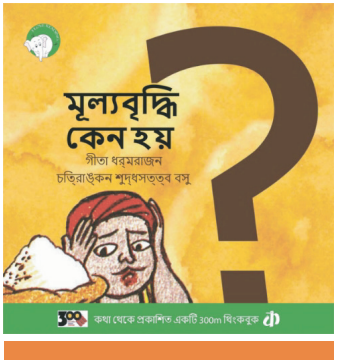

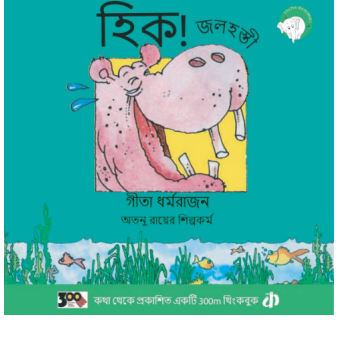

FOR OUR BOOKS

www.books.katha.org

"[কথা]...ভারতীয় প্রকাশনার ইতিহাসে একটি বিশেষ এবং অনন্য মুহূর্ত।"
— দ্য আইকনিক দ্য ইকোনমিক টাইমস

ছোটদের জন্য

ISBN 978-93-88284-81-3

কথা একটি বই

www.katha.org

XXX

চিত্র সিরিজ